গাংনীতে বৈষম্য বিরোধীর মামলায় আগাম জামিন পেলেন ২১ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী

গাংনীতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্রদের উপর হামলার অভিযোগে দায়ের করা সন্ত্রাস দমন আইনের মামলায় দুই দফায় ২১ আসামিকে ৮ সপ্তাহের জন্য আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ।

আজ বুধবার বিকালে হাইকোর্টের বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান এবং মোহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ ৯ জন নেতাকর্মীকে ৮ সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করে মেহেরপুর দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

এর আগে গতকাল ১৮ মার্চ একই বেঞ্চের বিচারক এই মামলার ১২ আসামিকে ৮ সপ্তাহের জামিন দেন।

আগাম জামিন প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশা, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান কমল, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম মিয়া, সাবেক ছাত্রনেতা শাহিদুজ্জামান শিপু, গাংনী পৌর যুবলীগের দফতর সম্পাদক জুবায়ের হোসেন উজ্জল, সাবেক ছাত্রনেতা বিপ্লব হোসেন, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ রাজু আহম্মেদ, সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আশিকুজ্জামান পিন্টু, ওবাইদুল ইসলাম, রেজাউল ইসলাম, আওয়ামী লীগ নেতা ইয়ারুল ইসলাম ও রাশিদুল ইসলাম। মামলায় আসামী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন এডভোকেট হুমায়ুন কবির।

উল্লেখ্য, গাংনী পৌর সভার চৌগাছা গ্রামের বাসিন্দা সাবেক সেনা সদস্য জুলফিকার আলী ভূট্টোর ছেলে ইমন বাদী হয়ে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও সহযোগী সংগঠণের ৩৫ জনকে এজাহার নামীয় ও ১০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ সালের (সংশোধনী ২০১২) এর ৬(২)/৭(৫)/৭(৬)(ক)/৭(ক)(খ)/১০/১১/১২/১৩ ধারায়

একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ০২/২৪ ইং, গাংনী থানার মামলা নং ১১, তারিখ ১৯/০৮/২৪ ইং জিআর মামলা নং ২২৭/২৪ ইং। মামলাটি বর্তমানে আমলী আদালত গাংনীতে বিচারাধীন রয়েছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ বলেন, হাইকোর্টেও বেঞ্চে জামিনের জন্য আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক মামলার আসামিদের মধ্যে দুই দিনে ২১ আসামিকে ৮ সপ্তাহের অন্তবর্তিন জামিন দিয়েছেন।

গাংনীর সাহারবাটিতে বিএনপি’র কমিটি গঠন নিয়ে উত্তেজনা

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড কমিটি গঠন নিয়ে বিএনপি নেতা কর্মির মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকালে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন সহ একাংশের নেতৃবৃন্দ।এসময় নেতা কর্মীর তোপের মুখে পড়েন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক। পরবর্তিতে গাংনী থানা পুলিশ ও মেহেরপুরের সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

গাংনীতে ‘সান্ধ্যকালীন হোম ভিজিট’ কার্যক্রমে ইউএনও

এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নিতে রাতের আঁধারে শিক্ষার্থীদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে লেখাপড়ার খোজ নিতে যাচ্ছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) প্রীতম সাহা।

শিক্ষার জন্য নিবেদিত এ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালাতে নিজের দায়িত্ববোধ থেকে ছুটে চলেছেন উপজেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই প্রীতম সাহা শুধু প্রশাসনিক কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং উপজেলায় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গ্রহণ করেছেন একাধিক ব্যতিক্রমী কার্যক্রম। তারই অংশ হিসেবে তিনি শুরু করেছেন ‘সান্ধ্যকালীন হোম ভিজিট’ কার্যক্রম।

মার্চ মাসের শুরু থেকেই প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই—পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী করে তোলা, সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ এবং অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করা।

হোম ভিজিটকালে ইউএনও প্রীতম সাহা শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন, তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির খোঁজ নেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি অভিভাবকদেরও পরামর্শ দেন কীভাবে সন্তানদের আরও ভালোভাবে পড়াশোনায় মনোযোগী করা যায়। এছাড়াও পরীক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করছেন প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও উপহার সামগ্রী, যা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে।

এমন একটি উদ্যোগে অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। তারা বলছেন, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার এমন সরাসরি সম্পৃক্ততা নিঃসন্দেহে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

একজন অভিভাবক বলেন, “ইউএনও স্যার আমাদের বাসায় এসে সন্তানদের পড়ালেখার খোঁজ নিয়েছেন, এটা আমাদের জন্য খুব গর্বের ও আনন্দের। এতে আমরা যেমন উৎসাহিত হয়েছি, তেমনি সন্তানরাও আরও মনোযোগী হচ্ছে।

একজন শিক্ষার্থী জানায়, ইউএনও স্যারের উপহার এবং উৎসাহে আমরা অনেক অনুপ্রাণিত হয়েছি। এখন পড়াশোনায় আরও মনোযোগ দিচ্ছি। গাংনী উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক বলেন, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ইউএনও মহোদয়ের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। তার সান্ধ্যকালীন হোম ভিজিট কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও গ্রহণযোগ্য।

ইউএনও প্রীতম সাহা বলেন, “আমাদের লক্ষ্য শুধু প্রশাসনিক দিক নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনিটরিং, উৎসাহ প্রদান এবং শিক্ষার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধিই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি বইমুখী হয়, নিয়মিত পড়াশোনা করে, তাহলে তারা ভবিষ্যতে আরও ভালো করবে। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে এবং ভবিষ্যতে আরও সম্প্রসারিত হবে।”

গাংনী উপজেলার সচেতন মহল, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ এলাকাবাসী এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলছেন—এ রকম উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে গাংনী উপজেলায় শিক্ষার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

গাংনীতে আ. লীগ নেতার অবৈধ গ্যাস ব্যবসায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবসা পরিচালনার অপরাধে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মো. জাহাঙ্গীর আলমকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের পক্ষ থেকে গাংনী উপজেলার তেরাইল বাজারের মেসার্স পরশ এন্টারপ্রাইজকে এই জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

তিনি জানান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুসারে অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবসা পরিচালনার দায়ে মো. জাহাঙ্গীর আলমের প্রতিষ্ঠান মেসার্স পরশ এন্টারপ্রাইজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, যা

তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়।
পাশাপাশি, দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে গাংনীতে স্মারকলিপি প্রদান

ইটভাটা চালু রাখার দাবিতে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর ম্মারকলিপি প্রদান করেছে গাংনী উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতি।

মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সকাল ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল সহকারে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে বিভিন্ন ইটভাটার মালিক ও শ্রমিকরা অবস্থান নেন। এবং বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। এসময় ইটভাটার বিপুল পরিমাণ শ্রমিকরাও অংশ নেন।

বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক, গাংনীর সাবেক এমপি ইটভাটা মালিক আমজাদ হোসেন, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ইটভাটা মালিক জুলফিকার আলী ভূট্টো, বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইটভাটা মালিক আওয়াল বিশ্বাস, ইটভাটা শ্রমিক আলফাজ উদ্দিন প্রমুখ।

তারা আরও বলেন, গাংনী উপজেলায় ৫৫টি ইটভাটায় রয়েছে। এই ইটভাটা গুলোতে হাজার-হাজার শ্রমিক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এসব ইটভাটাগুলো প্রায় ৩৫-৪০ বছরের অধিক সময় ধরে চলমান রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৩ সালের পরিবেশ আইন অনুযায়ী অধিকাংশ ইটভাটাকে ছাড়পত্র প্রদান না করায় এবছর এসব ভাটাগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করে। অথচ এই ভাটাগুলোর কাস্টমস ভ্যাট, আয়কর, বাণিজ্যিক

হারে জমির খাজনা, ট্রেড লাইসেন্স বাবদ প্রতি বছর ৫-৬ লক্ষ টাকা অগ্রিম রাজস্ব দিয়ে আসছে। এছাড়াও ইটভাটা পরিচালনার অন্যান্য খাতের জন্য ব্যাংক ঋণ বা দায়দেনা রয়েছে। শ্রমিকদের অগ্রিম হিসেবে বড় অংকের টাকা প্রদান করা হয়েছে। এসময় ইটভাটাগুলো বন্ধ করলে ভাটা মালিকরা বড় ধরণের অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে পড়বেন। এছাড়া ভাটায় কর্মরত শ্রমিকদের জীবন রজীবিকা ব্যাহত হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় ইটভাটাগুলো চলতি সৌসুম পর্যন্ত পরিচালনা করার সুযোগ দেবার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান বক্তারা।

পরে উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা এবং পরিবেশ, বন ও পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, পরিবেশ উপদেষ্টার ঘোষণার পর মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের প্রশাসনের অভিযানে বেশ কয়েকটি ভাটাতে জরিমানা আদায় ও ইটভাটাগুলো বন্ধের আদেশ দেন।

মেহেরপুর জেলায় ১০৮ টি ইটভাটা রয়েছে। কোনো ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই। সবগুলোই অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে।

গাংনীতে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় চুরি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে অবস্থিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এজেন্ট শাখায় দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময়ে চোরেরা ব্যাংকের জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ভল্ট ভেঙে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় ব্যাংকের সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভিআরও নিয়ে গেছে চোরেরা, ফলে চুরির সময়কার কোনো ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায়নি। তবে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রাহকদের কোনো টাকা খোয়া যায়নি এবং

তাদের লেনদেন স্বাভাবিকভাবে চলবে।

ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার (৪ মার্চ) সকালে মেহেরপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল এবং জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম বলেন, “গাংনী উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নজরুল টাওয়ারের তৃতীয় তলায় অবস্থিত ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা জানালার গ্রিল ও ব্যাংকের ভল্ট কেটে টাকা নিয়ে গেছে। ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে, ব্যাংকটিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না, যা তদন্তে উঠে এসেছে।”

এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তদন্ত চলছে এবং দ্রুত দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে ভোক্তার অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে মেসার্স জননী স্টোর ও থ্রি স্টার ফিলিং স্টেশনকে ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলার বামুন্দী ও গাংনী বাজারে এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে ঔষধ, সেমাই, গ্যাস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।

অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ লঙ্ঘনের দায়ে মেসার্স জননী স্টোর-কে ৪,০০০ টাকা এবং থ্রি স্টার ফিলিং স্টেশন-কে ৩০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়, যা সর্বমোট ৩৪,০০০ টাকা আদায় করা হয়। দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে এই জরিমানা

করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

অভিযানের সময় ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, অবৈধ মজুদ না করা, সঠিকভাবে মূল্য তালিকা প্রদর্শন, ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

গাংনীর মাহফুজা হত্যা মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে মাহফুজা খাতুন হত্যা মামলার এজাহার নামীয় দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মামলার এজাহার নামীয় ৩ নং আসামি আসাদুল মোল্লাহ (৪৫) এবং ১৬ নং আসামি জালাল মোল্লাহ (৫৫)।আসাদুল্লাহ বেতবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকার নুরাল মোল্লার ছেলে ও জালাল মোল্লা একই গ্রামের আব্দুল মোল্লার ছেলে।

গতকাল রবিবার বিকালের দিকে মামলার তদন্ত অফিসার সঞ্জিব কুমার পাল সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকায় বিয়াই সম্পর্কের দুটি পরিবারের মধ্যে গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার দিকে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আব্দুর রশিদের স্ত্রী আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানা আহত হন।

পরে গত শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই ঘটনায় ১৬ জনকে এজাহার নামীয় আসামি করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ২, তারিখ ০২/০৩/২৫ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল গ্রেফতারকৃত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকী আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

“তোমার আমার বাংলাদেশে, ভোট দেব মিলেমিশে” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে গাংনীতে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি উপজেলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ভোটরা দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্বে করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রীতম সাহা। আলোচনা বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নাহিদ ইসলাম।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলামসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ।

আলোচনা সভায় বক্তারা জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে

ধরেন। সেই সাথে নতুন ভোটারদের নিবন্ধন ও ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এবার বিয়াই বাড়ির হামলায় আহত বিয়াইনের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে দুটি পরিবারের মধ্যে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

গকতাল শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
নিহত মাহফুজা খাতুন গাংনী উপজেলা বেতবাড়িয়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুর রশিদের স্ত্রী।

গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রæয়ারি) সন্ধ্যার দিকে মাহফুজা খাতুন ও তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানাকে বিয়াই বাড়ির লোকজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছিল।

আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে মাহফুজা খাতুনের অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। দুইদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় আমি এখন মামলা করার জন্য গাংনী থানায় রয়েছি।
রাসেল আহমেদ জানান, আমার বড় ভাই সোহেল রানার সাথে প্রায় আড়াই বছর আগে একই গ্রামের শওকত আলীর মেয়ে পিংকির বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছিলনা। কয়েক দিন আগে আমার ভাই সোহেল রানা ও ভাবি পিংকির মাঝে মনোমালিন্য হয়। আমাদের বাড়ি এসে ঘটনাটি পিংকির চাচী দুলাল হোসেনের স্ত্রী রেবেকা খাতুন শোনেন। পরে তাঁদের পরিবারের মাঝে সত্য মিথ্যা বলে উস্কে দেন। পরে পিংকির পিতার পরিবারের লোকজন গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে

আমাদের বাড়ির উপর এসে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিশোঠা নিয়ে হামলা করে। এতে আমার আব্দুর রশিদ মা মাহফুজা খাতুন, ও ভাই সোহেল রানা জখম হন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিই।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এঘটনায় নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ বাদী হয়ে একটি লিখিত এজাহার দিয়েছেন। মামলা রুজ্জু প্রক্রিয়াধীন রয়েছেন।